সত্য আমাদের শক্তি
সকালের খবর
পত্রিকা সংস্করণ

বুধবার, ১৪ ডিসেম্বর ২০১১, ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪১৮, ১৮ মহররম ১৪৩৩

দেশের ৬০ ভাগ পরিবার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ

সামান্য অগ্রগতি সত্ত্বেও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং মা ও শিশু অপুষ্টির হার বাংলাদেশে এখনও অপ্রত্যাশিত রকমের বেশি রয়ে গেছে। ২০১০ সালে ৬০ শতাংশেরও অধিক পরিবার (খানা) খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছে এবং কমপক্ষে এক কোটি শিশু খাদ্য নিরাপত্তাহীন পরিবারে বসবাস করেছে। গতকাল প্রকাশিত খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, হেলেনকেলার ইন্টারন্যাশনাল ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো যৌথভাবে স্টেট অব ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন ইন বাংলাদেশ ২০১০ শীর্ষক এক গবেষণা কাজ সম্পন্ন করে। ২০১০ সালে ২৩ হাজারের অধিক পরিবার এবং ২৬ হাজার শিশুর ওপর জরিপ পরিচালনা করা হয়। খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি প্রশমিত করে কীভাবে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। গবেষণার ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আইনুন নিশাত, পরিসংখ্যান বিভাগের সচিব রিতি ইব্রাহিম, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন কবীর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের ভিজিএফ, ভিজিডি, ওএমএস, সুলভ মূল্যকার্ডসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বিতরণ করা খাদ্যশস্য দেশের পুষ্টি সমস্যার সমাধানে কতটুকু অবদান রাখছে তা নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, এ কর্মসূচি দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম পুষ্টি নিশ্চিত করা ও খাদ্য নিরাপত্তায় ব্যাপক অবদান রাখছে বলে আমার বিশ্বাস। তিনি বলেন, সরকার দেশের সর্বস্তরের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। গত অর্থবছরে ওএমএস, ভিজিএফ, ভিজিডিসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে প্রায় ২২ লাখ টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থাও পুষ্টিমান উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি উপাদানের মধ্যে খাদ্যশস্যের সরবরাহ এবং তা সকল নাগরিকের জন্য কেনার ক্ষমতার মধ্যে রাখা সম্ভব হয়েছে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আইনুন নিশাত বলেন, খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহে বাংলাদেশ পিছিয়ে না থাকলেও অপরিকল্পিত খাদ্য বিতরণের কারণে বাংলাদেশে পুষ্টিহীনতার হার এত বেশি। তিনি এফএসএনএসপি রিপোর্টের প্রশংসা করে বলেন, এই রিপোর্টটি এমন একটা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে যখন খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ে উঠে আসছে।